

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি অনুরোধ

প্রায় ১ মাসের বেশী হয়ে গেল আমরা ১৯৯৩-৯৪ সালের প্রথম বর্ষ সম্মান শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষা দেই। আজ পর্যন্ত ফলাফল দেওয়ার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। এদিকে প্রতিটি ডীন অনুমতের সামনে বিজ্ঞপ্তি বুলছে— অ১৯৯৩-৯৪ সালের প্রথম বর্ষ সম্মান শ্রেণীর ভর্তি পরীক্ষার ফলাফলের জন্য ঈদের আগে যোগাযোগ করার প্রয়োজন নেই। এদিকে ঈদের পরে ফলাফল দিলে তো আমরা যারা চাপ পাব না, তারা আর এ বছর (১৯৯৩-৯৪) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ভর্তি হতে পারব না। কারণ,

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশ— ১৫ মার্চের পরে আর ভর্তি হওয়া যাবে না। আমাদের এই বিরাট অসুবিধা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি অনুরোধ— আমাদের ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল ঈদের আগেই দেওয়ার জন্য। যারা চাপ পাবে, তাদের হয়তো ১টি বছর নষ্ট হবে না। কিন্তু যে বৃহৎ অংশ চাপ পাবে না, তাদের অপূরণীয় ক্ষতি হবে। একথা বলাই বাহুল্য যে, ৫২ হাজার ২০ জনের মধ্যে মাত্র ৩ হাজার ৭শ ৭৫ জন চাপ পাবে। ৪৮ হাজারেরও বেশী অন্যত্র চলে যাবে। তাদের প্রতি সদয় হওয়ার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতি

অনুরোধ জানাচ্ছি।

—শাহ মোঃ শাহজাহান আরাকাত,
চারমহল, ডিএমসি-১০০,
ইব্রাহিমপুর, ঢাকা ক্যান্টন।

বিসিএস পরীক্ষার সময়সূচী

দৈহিক, মানসিক ও আর্থিক বিকাশ সাধনের জন্য সিয়াম অপরিহার্য। মানবসত্তার পরিপূর্ণ কল্যাণ মুক্তি ও সিদ্ধ লাভের জন্য সিয়ামের বিকল্প নেই। তাই আল্লাহ তা'লা সিয়ামকে ফরয করেছেন। মুসলিম সমাজ দিব্যভাবে পানাহার থেকে বিরত থেকে আল্লাহর ইবাদত সময়াতিবাহিত করে।

কিন্তু সম্প্রতি বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন বিসিএস পরীক্ষার সময়সূচী প্রকাশ করেছেন। তা অনুসারে রমজান মাসের পরপরই এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার পর বিসিএস-এর মত সর্বতোমুখী বিশাল সিলেবাসভূক্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা খুবই কষ্টকর। এমতাবস্থায় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের নিকট বিনীত আরজ— যথাযথ মেধা মূল্যায়নের স্বার্থে মাহে রমজানের একমাস পর অর্থাৎ এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে বিসিএস পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হোক।

—মোঃ সালাহ উদ্দিন ও
জি এম রব্বানী,
৭৮, মাদারটেক, ঢাকা-১২১৪।